118037 - ইসলামে পবিত্রতার বিধান আরোপের মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

ত্বাহারাত বা পবিত্রতার অর্থ কী; এ বিষয়ে আহলে কিতাবদের রদ করার জন্য? আমরা কেন নামাযে পবিত্রতা অর্জন করি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

চিরন্তন ইসলামী শরীয়ত যা নিয়ে এসেছে যে ব্যক্তি তা জানে সে শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। কারণ শরীয়ত সম্পর্কে তার জ্ঞান তাকে বাধা দেয়— পেরেশান হয়ে এর প্রজ্ঞা ও হেতু অনুসন্ধান করতে। আমরা এমন ধরনের প্রশ্ন তুলতে কেবল তাদেরকেই দেখি এই মহান দ্বীন সম্পর্কে যারা অজ্ঞ।

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মানবদেহের চিকিৎসকের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখে, এরপর যদি সেই চিকিৎসক সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক কিছু প্রোগ্রাম প্রদান করেন, তখন আপনি দেখবেন চিকিৎসকের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তি তার কথা মেনে নিচ্ছেন, তার নির্দেশ পালন করছেন। কারণ সে বিশ্বাস করে যে চিকিৎসক যা বলছেন তা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতেই বলছেন। আপনি তাকে এই বলে প্রশ্ন করতে দেখবেন না: ‘এখানে এটা কেন করতে বলা হয়েছে?’ বা ‘সেখানে ওটা কেন নিষেধ করা হয়েছে?’

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ উপমা। আমাদের প্রতিপালকের প্রতি আমাদের আস্থা কখনোই সেই ব্যক্তির চিকিৎসকের প্রতি আস্থার সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়। আল্লাহ ও মানুষের মাঝে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তুলনার কোনো সুযোগই তো নেই।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ তাঁর পবিত্রতার বিধানসমূহ সংক্রান্ত আলোচনার শেষভাগে যা বলেছেন তা পূর্বোক্ত কথাকে সত্যায়ন করে। তিনি বলেছেন:

‘যদি হিপোক্রেটেস এবং তার ছাত্ররা এই ধরনের উপদেশ দিত, তাহলে তাদের অনুসারীরা তাদের কাছে অবনত হয়ে যেত, তাদেরকে তীব্র সম্মান করত, তাদের কথা থেকে সাধ্যমত প্রজ্ঞা ও উপকারিতা উদঘাটন করত।’[শিফাউল ‘আলীল (পৃ. ২৩০)]

দুই:

পবত্রিতার বধিান আরোপ করার প্রজ্ঞা সম্পর্কে বলতে গলে: এর সংখ্যা অনকে। আর আমরা ‘তাহারাত’ বলতে বুঝি: ময়লা ও নাপাকি দূর করা, অযু ও গোসল ইত্যাদি। এসবে নহিতি কছিু প্রজ্ঞা নম্নিরূপ:

১. পবত্রিতা মানুষরে সহজাত প্রবৃত্তরি (ফতিরাতরে) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করছেনে। নঃিসন্দহেে ইসলাম হলো ফতিরাতরে ধর্ম। ইসলাম সহজাত সৃষ্টগিত সুন্নাহ পালনে উৎসাহ দয়িছে, যাতে মানুষ তাদরে করণীয় কাজগুলো করে এবং পরহিারযোগ্য বষিয়গুলো থকেে দূরে থাকে। চহোরা ধোয়া, নাক পরষ্কিার করা, মুখ ধোয়া, দুইহাত পরষ্কিার করা, গোসল করা, শৌচ করা— এসবরে জন্য আলাদা শরীয়ত প্রণয়নরে প্রয়োজন নইে। বরং এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পরস্কিার-পরচ্ছিন্ন রাখা এবং নাপাকি ও অপবত্রিতা থকেে দূরে রাখায় সচষ্টে হওয়ার জন্য মানুষ অবকিৃত প্রবৃত্তরি অধকিারী হওয়াই যথষ্টে।

২. ইসলাম পরচ্ছিন্নতা ও সৌন্দর্যরে ধর্ম। ইসলাম চায় ইসলামরে অনুসারীরা মানুষরে মাঝে এভাবে প্রকাশতি হোক য, তারা নজিদেরে দহে পরষ্কিার কর, চুল-দাড়ি আঁচড়ায়, পবত্রি পোশাক পরধিান করে এবং তাদরে থকেে সুগন্ধি ছড়ায়। এ ধরনরে লোকদরে দ্বারা মানুষ অভভিূত হয়, যা ইসলামরে দাওয়াতকে সফল করতে সহায়তা কর। এছাড়াও মানুষ পরচ্ছিন্ন দহে ও পোশাকধারী ব্যক্তরি প্রতি আকৃষ্ট হয, আর অপরচ্ছিন্ন ও দুর্গন্ধযুক্ত ব্যক্তরি প্রতি অনীহা বোধ কর। অপবত্রি জীবনযাপন কোনোভাবে ইসলামরে অংশ নয়।

৩. আধুনকি বজ্ঞৈানকি গবষেণায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণতি হয়ছে য, পরচ্ছিন্নতা ও পবত্রিতা বহু রোগ থকেে মানুষকে সুরক্ষা দয়ে। আর নোংরামি-অপরচ্ছিন্নতা বহু রোগরে কারণ। তাহলে এই মহান ধর্মে কীভাবে এমন বধিান থাকবে না যা রোগ প্রতরিোধে সাহায্য করে এবং এর বস্তিার রোধ কর?!

৪. মুসলমিরে তার প্রতপিালকরে সাথে সাক্ষাতরে একাধকি উপলক্ষ থাক। মানুষ যখন কোনো রাজা, নতো বা সম্মানতি ব্যক্তরি সামনে দাঁড়ায় তখন দখো যায় সে নজিরে দহে, পোশাক ও ভালো ঘ্রাণরে ব্যাপারে যত্নশীল থাক। মানুষরে প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন ইসলাম নষিদ্ধি করনে; বরং আমাদরে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ ছলি তাঁর কাছে প্রতনিধিি দল আসলে তনিি সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতনে। অথকিন্তু যার জন্য সবচয়েে বশেি সাজা যায়, যার সামনে শরীর-পোশাক পবত্রি রাখার ব্যাপারে সর্বাধকি সচতেন থাকা যায় তনিি হলনে আল্লাহ তাআলা! তাই আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য যখন সাজ-সজ্জা করি তখন এতে আমরা আশ্চর্য হই না। লোকেরো তাদরে মত কোনো একজন মাখলুকরে সামনে যাওয়ার জন্য এ ধরনরে সাজ-সজ্জা বা এর চয়েে বশেি সাজ-সজ্জা গ্রহণ কর। তাহলে আল্লাহর সামনে যাওয়ার জন্য তার অবস্থা কমেন হওয়া উচতি! বরং মানুষরে সাজগোছ আল্লাহর জন্য হওয়াই সবচয়েে উপযুক্ত। যমেনটি ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বলছেনে।[দখেুন: সহীহ ইবন খুযাইমাহ (৭৬৬)]

৫. যে ব্যক্তি শরিয়তের বিধানসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং আল্লাহ তাকে বোধশক্তিও দান করেছেন, সে সহজেই ইসলামের বিভিন্ন পবিত্রতার ধরনগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা ও তাতে নিহিত প্রজ্ঞা বুঝতে পারে। কেন জানাবতের কারণে গোসল ফরজ করা হয়েছে; অথচ প্রস্রাবের কারণে নয়। তেমনিভাবে ওজু ও গোসলের মধ্যকার পার্থক্যের হিকমতও সে বুঝতে পারে।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য নির্গমনের পর গোসলকে ফরজ করেছেন; অথচ প্রস্রাবের পর নয়—এটি শরিয়তের সুমহান সৌন্দর্য, রহমত, প্রজ্ঞা ও উত্তমতার অংশ। কারণ বীর্য পুরো শরীর থেকে নির্গত হয়। তাই তো আল্লাহ এর নাম দিয়েছেন سلالة (নির্যাস) যেহেতু তা গোটা দেহ থেকে নির্যাস আকারে নিঃসৃত হয়। অন্যদিকে প্রস্রাব হলো খাদ্য- পানীয়ের অতিরিক্ত অংশ; যা পাকস্থলী ও মূত্রথলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বীর্য নির্গমনের মাধ্যমে শরীর যেভাবে প্রভাবিত হয় প্রস্রাবের তুলনায় তা অনেক বেশি।

এছাড়া বীর্য নির্গমনের কারণে গোসল করা দেহ, হৃদয় ও আত্মার জন্য অত্যন্ত উপকারী। বরং দেহে অবস্থানকারী সব ধরনের আত্মা গোসলের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়। বীর্য বের হওয়ার ফলে শরীর থেকে যে শক্তি ও তাপ কমে যায় গোসল তা পুনরায় ফিরিয়ে দেয়। এটি একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা।

এছাড়া জানাবত মানুষকে ভারী ও অলস করে তোলে। কিন্তু, গোসল তাকে চাঙ্গা ও হালকা হওয়ার অনুভূতি দেয়। এজন্য আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাবতের গোসল করার পর বলেছিলেন: 'আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার ওপর থেকে একটি ভারী বোঝা নামিয়ে রেখেছি।'

মোদ্দাকথা হচ্ছে: সুষ্ঠু ইন্দ্রিয় ও অবিকৃত প্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ সহজে বুঝতে পারে ও জানতে পারে যে জানাবতের গোসল দেহ ও হৃদয়ের জন্য প্রায় জরুরী পর্যায়ের উপকারী বিষয়। কারণ জানাবত মানুষের হৃদয় ও আত্মার সাথে পবিত্র আত্মাসমূহের যে দূরত্ব তৈরী করে। কিন্তু গোসল করলে এই দূরত্ব মিটে যায়।

এ কারণে একাধিক সাহাবী বলেছেন: "বান্দা যখন ঘুমায় তার রূহ ঊর্ধ্বে উঠে যায়; যদি সে পবিত্র থাকে তবে তাকে সিজদার অনুমতি দেওয়া হয়; আর যদি সে জুনুবী অবস্থায় থাকে তবে অনুমতি দেওয়া হয় না।" এ কারণে নবী জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে ওজু করে নিতে বলেছেন।

শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরাও বলেছেন যে, সহবাসের পর গোসল করা দেহের শক্তি ফিরিয়ে আনে, শরীরের ক্ষয় পূরণ করে। এটি মানুষের দেহ ও রূহের জন্য সর্বাধিক উপকারী। এটি পরিত্যাগ করা ক্ষতিকর। এ বিষয়ে সুস্থ বুদ্ধি ও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আল্লাহই তৌফিকদাতা।

অন্যদকিে শরয়িতদাতা যদি প্রস্রাবরে পর গোসল করা ফরজ করতনে তাহলে তা মানবজাতরি জন্য অনকে কষ্টকর হত। আল্লাহর প্রজ্ঞা, রহমত ও তাঁর সৃষ্টরি প্রতি অনুগ্রহ এমন কছিু আরোপ করা থকেে বারণ করে।

[ই'লামুল মুওয়াক্কহিন (২/৭৭-৭৮), আরো দখেুন: ত্বাহরি ইবনে আশূররে রচতি 'আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর' (৫/৬৫)]

৬. ইসলামরে দৃষ্টতিে বাহ্যকি পবত্রিতা ও আভ্যন্তরীণ পবত্রিতা উভয়টরি মধ্যে সম্পর্ক রয়ছে। যে ব্যক্তি নজিরে দহে ও পোশাককে অপবত্রিতা ও নাপাকি থকেে পরষ্কিার রাখায় সচষ্টে, তার উচতি নজিরে অন্তরকওে দোষ-ত্রুটি ও নকিৃষ্ট চরত্রি থকেে পবত্রি রাখায় আরও বশেি সচষ্টে হওয়া। যে ব্যক্তি তার দহে ও পোশাককে পবত্রি রাখ,ে এটি আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যরে আলামত বহন করে। ইসলাম অন্তররে সৌন্দর্য উপক্ষো করে কবেল বাহ্যকি সৌন্দর্যরে ওপর জোর দয়ে না। বরং উভয়টইি কাম্য। যদি বাহ্যকি সাজসজ্জার উপকরণরে অভাবে কারো ওজর গ্রহণযোগ্য হয়ও, কন্তিু আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্জন না করায় তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। এই উভয় ধরনরে পবত্রিতা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনরে মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলনে:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"নশ্চিয় আল্লাহ তাওবাকারীদরেকে ভালোবাসনে এবং প্রকৃষ্টভাবে পবত্রিতা অর্জনকারীদরেকওে ভালোবাসনে।"[সূরা বাকারা: ২২২]

৭. সবশষেে আমরা ইবনুল কাইয়্যমি রহমিাহুল্লাহুর গভীর অর্থবহ একটি বক্তব্য উল্লখে করব। তনিি বলনে:

"শরযি়তরে বধিানাবলি, এর মাধ্যমসমূহ ও উদ্দশ্যেসমূহ নযি়ে চন্তিা করুন, দখেতে পাবনে সগেুলো কাঙ্ক্ষতি প্রজ্ঞা ও মহৎ উদ্দশ্যে ধারণ করে আছ ে। যগেুলোর জন্য বধিানগুলো আরোপ করা হয়ছে। যগেুলো না থাকলে মানুষ পশুর মতো, বরং পশুর চয়েওে নকিৃষ্ট হয়ে যতে। পবত্রিতার বধিানে কত প্রজ্ঞা বদ্যিমান। এতে রয়ছে দহে ও মনরে কত উপকার, মনকে আনন্দতি করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চাঞ্চল্য আনা, সহজাত প্রকৃতি ও আত্মমর্যাদা গুনাহগুলোর কারণে যে বোঝাগুলো চাপয়িে দয়ে সগেুলোকে লাঘব করা। তাই পবত্রিতা অর্জন হচ্ছ— মন, আত্মা ও দহেরে পরস্কিারক। জানাবতরে গোসল দহেরে কোমলতা বৃদ্ধি করে এবং জানাবাতরে মাধ্যমে দহে যে শক্তি হারায় অনুরূপ শক্তি ফরিয়িে আন;ে যা দহেরে জন্য অন্যতম উপকারী।

ভবেে দখেুন, ওজু করতে হয় এমন অঙ্গগুলোতে যগেুলো হচ্ছে উপার্জন ও কর্ম করার স্থান! ওজু করা হয় চহোরাত;ে যাতে রয়ছে শ্রবণন্দ্রেয়ি, দর্শনন্দ্রেয়ি, বাগন্দ্রিয়ি, ঘ্রাণন্দ্রেয়ি এবং স্পর্শন্দ্রেয়ি। এগুলোই হলো সীমালঙ্ঘন ও পাপরে প্রবশেদ্বার। এগুলো দয়িইে পাপ করা হয়। এরপর ধোয়া হয় হাতদ্বয়। যে দু'টো দয়িে মানুষ ধর,ে গ্রহণ করে ও প্রদান করে। এরপর ধোয়া হয় পাদ্বয়। যে দু'টো দয়িে মানুষ হাঁটে ও দাঁড়ায়।

আর মাথা ধোয়ার মধ্যে যেহেতু কষ্ট বেশি, তাই মাথা ধোয়ার বদলে মাসহে করাকে যথষ্টে করা হয়ছে।
অযুকে এ সকল অঙ্গ থকেে পাপ বরেয়িে যাওয়ার মাধ্যম করা হয়ছে। এমনকি পানরি ফোঁটার সাথে চুল ও চামড়া থকেওে পাপ বরেয়িে যায়। এ মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণতি হয়ছে: "মুসলমি বা মুমনি বান্দা যখন অযুর উদ্দশ্যে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন অযুর পানরি সাথে অথবা পানরি শষে বন্দিুর সাথে প্রত্যকে সইে গুনাহ বরে হয়ে যায়, যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টরি মাধ্যমে করছেলি। অতঃপর যখন সে তার হাত দুটকিে ধৌত করে, তখন পানরি সাথে অথবা পানরি শষে বন্দিুর সাথে প্রত্যকে সইে গুনাহ বরে হয়ে যায়, যা সে উভয় হাতে ধারণ করার মাধ্যমে করছেলি। অতঃপর যখন সে তার পা দুটকিে ধৌত করে, তখন পানরি সাথে অথবা পানরি শষে বন্দিুর সাথে প্রত্যকে সইে গুনাহ বরে হয়ে যায়, যা সে তার দু'পায়ে চলার মাধ্যমে করে ফলেছেলি। শষে অবধি সমস্ত গুনাহ থকেে সে পবত্রি হয়ে বরে হয়ে আস।ে"[সহীহ মুসলমি] এছাড়া সহীহ মুসলমিে উসমান ইবনে আফ্ফান রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করব,ে তার পাপসমূহ তার দহে থকেে বরেয়িে যাব।ে এমনকি তার নখগুলোর নচিে থকেওে (পাপ) বরেয়িে যাব।ে" এটি অযুর অন্যতম শ্রষ্ঠে হকেমত ও উপকারতিা।

প্রজ্ঞাকে অস্বীকারকারীরা বলে: অযু নছিক কষ্ট ও ক্লশেরে নাম, যার মাঝে কোনো কল্যাণ নইে। কোনো প্রজ্ঞার কারণে এটি বধিবিদ্ধ করা হয়নি! অযুতে নহিতি প্রজ্ঞা হসিবেে যদি শুধু এটইি থাকত যে কয়িামতরে দনি অযু অন্যান্য উম্মতরে মাঝে এই উম্মতরে আলামত হব;ে তাদরে চহোরায় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চহ্নি হব;ে যে আলামত অন্য কারো জন্য থাকবে না। কংিবা ওজুকারী পবত্রি দহে, পবত্রি পোশাক ও পবত্রি অন্তর নয়িে আল্লাহর সামনে যাওয়ার, দাঁড়ানোর জন্য, রোনাজারি করার জন্য ওযুর করে পানরি মাধ্যমে তার দহেকে ও তাওবার মাধ্যমে অন্তরকে পবত্রি করে প্রস্তুত হয়; তাহলে এটাই যথষ্টে হত। এই প্রজ্ঞা, রহমত ও কল্যাণরে উপরে আর কী থাকতে পার?ে!

যহেতেু কামনার উত্তজেনা গোটা দহেে প্রবহমান থাক,ে এমনকি প্রত্যকে চুলরে নীচে কামোত্তজেনা থাকে তাই গোসলও সমস্ত শরীরজুড়ে করতে হয়। এ মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "প্রত্যকে লোমরে নচিে জানাবত (অপবত্রিতা) থাক।ে" [হাদীসটি সুনান প্রণতোরা বর্ণনা করছেনে, এতে দুর্বলতা রয়ছে]

তনিি গোসলরে মাধ্যমে পানকিে প্রতটিি লোমরে গোড়ায় পৌঁছানোর নর্দিশে দয়িছেনে; যাতে সইে উত্তাপ প্রশমতি হয, অন্তর আল্লাহর স্মরণ,ে তার বাণী পাঠে ও তার সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রশান্ত হয়।"[শফিাউল আলীল: (পৃ. ২২৯–২৩০)]

সর্বপরি, যে ব্যক্তি শরয়িতরে বধিানসমূহ নয়িে গভীরভাবে চন্তিা করে তার কাছে এর প্রজ্ঞাসমূহ প্রতভিাত হয়। আর আল্লাহ যার দৃষ্টি অন্ধ করে দনে সে চোখ দয়িে যা দখেে বা কান দয়িে যা শুনে এর দ্বারা উপকৃত হয় না।

জানা উচতি যে পরচ্ছিন্নতা মহৎ চরত্রিরে অংশ। এ বষিয়টি নয়িে পূর্ববর্তী কোনো শরীয়ত মতভদে করনে।ি এমন কোনো নবী নইে যনিি তাঁর জাতকিে প্রথমে হৃদয়রে পবত্রিতার দকিে ডাকনেন।ি তারপর সুন্দর কথা, উত্তম কাজ, নতৈকি চরত্রি,

দহে ও পোশাকরে পবত্রিতা, নাপাক ও অপবত্রিতা থকেে দূরে থাকা— এসবরে দকিে আহ্বান করনেনি। এ বষিয়ে যতেরক করে বস্তুত সে কুট তর্ক কর।ে

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।